মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. KOL RMS/474/2016-18

Published on 3rd August, 2018

মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৯৪৩৩০৯৮০২২, ৯৮৩০৫৬০২৯৬

August, 2018 Volume-IV, Issue-VI | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

নতুন চার্জশিট

নয়াদিল্লি-এয়ার সেল-ম্যাক্সিস মামলায় সি বি আইয়ের পেশ করা নতুন চার্জশিটে নাম রয়েছে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম এবং তাঁর ছেলে কার্তির।

গণপিটুনি রুখতে

নয়াদিল্লি-গণপিটুনিতে খুন করার বিষয়টিকে আলাদা করতে অবশেষে দণ্ডবিধিতে সংশোধনী আনার কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যগুলো এই আইন কার্যকর করতে পারবে।

জোট করে ভোট

নয়াদিল্লি-জোট করেই আগামী ভোটে লড়বে কংগ্রেস। সম মনোভাবাসম্পন্ন বিরোধী দলের সঙ্গেই জোট করা হবে। কংগ্রেসের বর্ধিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ব্যথা কমেনি

নয়াদিল্লি-অনাস্থা ভোটে জিতলেও শরিকদের নিয়ে এখনও উদ্বেগে রয়েছে বিজেপি। টিডিপি, শিবসেনা-র মত দলগুলির মতিগতি ধরতে পারছেন না বিজেপি-র শীর্ষ নেতৃত্ব।

কড়া বিল

নয়াদিল্লি-ধর্ষণে শাস্তির মাত্রা বাড়িয়ে নতুন বিল আনল কেন্দ্র। এই বিলে নাবালিকার ওপর অত্যাচার হলে ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকছে।

অনাহারে শিশু মৃত্যু

নয়াদিল্লি-নয়াদিল্লিতে মৃত্যু হল বস্তিবাসী ছোট্ট তিন শিশু মানসী,পারুল ও শিখার। বাবা ছিলেন রিক্সাচালক। এই মৃত্যু নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য আলাদা করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

মাত্র ৭ লাখ

নয়াদিল্লি-২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে প্রতিরক্ষা খাতে বিদেশি লগ্নি এসেছে মাত্র ৭ লক্ষ টাকা। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র ঢাক বাজিয়ে সরকার বলেছিল বিদেশি প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি এদেশে কারখানা করবে। কিন্তু কারখানার দেখা নেই।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের মানবতার রথ

রথযাত্রার প্রাক্পর্বে সমাজসেবার আঙ্গিকে অভিনব কর্মসূচী

শ্যামবাজারের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, কার্যকরী কমিটির সদস্য জয়ন্ত সাহা এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। চিত্র : কুশল দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি-থ্যালাসেমিয়া রোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার একমাত্র বহুমাত্রিক উদাহরণ সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। লক্ষ্য এক, কার্যক্রম বহুধা বিভক্ত। রথযাত্রার প্রাক্মুহূর্তে ১৩ জুলাই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার সংযোগস্থলে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের নিখরচায় জীবনদায়ী ওষুধ প্রদান, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ এবং থ্যালাসেমিয়া রোধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে নিবিড় প্রচার এবং 'মা অন্নপূর্ণা' নাটিকাভিনয়। একইদিনে বাগবাজার, কুমোরটুলি পার্ক, উল্টোডাঙা এবং কলেজস্ট্রিটে চারটি পৃথক সংগঠন একই অনুষ্ঠান করেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে।

শ্যামবাজারের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ প্রমুখ। রথের আদলে একটি গাড়িকে সাজিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় থ্যালাসেমিয়া রোধে চলে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার। শ্যামবাজারের অনুষ্ঠানে শেষে বাগবাজারে সৈকত মুখার্জির উদ্যোগে একই অনুষ্ঠান করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। অনুপম দাসের উদ্যোগে কুমোরটুলির অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং বিখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক মৃদুল ব্যানার্জি। কুমোরটুলির পর সংগঠনের সদস্য পার্থ দাসের উদ্যোগে এবং উল্টোডাঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন পুরপিতা অনিন্দ কিশোর রাউত, পার্থ দাস প্রমুখ বক্তাগণ। সর্বশেষ অনুষ্ঠানটি হয় কলেজ স্ট্রিটে। এখানে বক্তব্য রাখেন সুদীপ রায়সহ প্রমুখ বক্তাগণ। পাঁচটি অনুষ্ঠানে শতাধিক মানুষকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়, শ্যামবাজারের মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি ডাঃ শেখর ঘোষ, ও সারদাত্মানন্দ মহারাজ, কার্যকরী কমিটির সদস্য জয়ন্ত সাহা এবং স্বামী কমলেশানন্দ মহারাজ ও কুসুমিতা দাস সহ আরও বিশিষ্টজনেরা।

স্বাধীনতা দিবসে আমাদের অঙ্গীকার — থ্যালাসেমিয়া-এইডস্ মুক্ত সমাজ

সুধী,

স্বাধীনতা দিবস প্রত্যেক ভারতীয়র কাছে একটা পুণ্য দিন। বহু দেশবাসীর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা কথাটির মধ্যেই আছে পরম তৃপ্তি। স্বাধীনতা আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছে এক স্বাবলম্বী ভারতের যেখানে সকলের সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার অধিকার থাকবে।

আর এখানেই আমাদের কথা শুরু। একটা শিশু যে থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত, যার এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মেয়াদ হাতে গোনা কিছুদিন, সে যখন বলে উঠবে " আমারও বেঁচে থাকবার ' স্বাধীনতা ' আছে।" — কি উত্তর দেব আমরা?

কিন্তু আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলেই তো ক্ষণিকের অতিথি হয়ে আসা এই থ্যালাসেমিয়া শিশুটির পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়া আটকাতে পারি।

তার জন্য প্রয়োজন জীবনে একবার জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময়ে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করানো, আর বাহকের সাথে বাহকের বিয়ে কখনই না দেওয়া। কারণ বাহকের সাথে বাহকের বিয়ে হলেই পরের প্রজন্ম থ্যালাসেমিয়া নামক মারণ রোগ নিয়ে জন্মাবার সম্ভাবনা — যার অর্থ একটা শিশুর বেঁচে থাকবার ' স্বাধীনতা ' হরণ করা।

আসুন, আজ আমরা শপথ নিই — থ্যালাসেমিয়ামুক্ত ভারত গড়ুন আর শিশুদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার ' স্বাধীনতা '-র ছাড়পত্র দেব।

ধন্যবাদান্তে,

সঞ্জীব আচার্য্য

সম্পাদক, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, ফোন : ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬ / ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

সর্বত্র বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি-এই রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'বাংলা' করার জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হল বিধানসভায়। সব ভাষাতেই নাম এক থাকবে। গত '৯১ সাল থেকে নাম পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে।

ভাঙড় নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি-দীর্ঘদিন পর ভাঙড় সমস্যা সমাধানে রফাসূত্র মিলেছে। জমিহারাদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিয়ে প্যাকেজের পরিকল্পনা করেছে রাজ্য প্রশাসন।

লটারি বাদ, মেধা আগে

নিজস্ব প্রতিনিধি-স্কুলগুলোতে প্রাথমিক স্তরে লটারির বদলে মেধার ভিত্তিতে ভর্তির বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। বিধানসভায় একথা জানান শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

লোকযুক্ত বিল

নিজস্ব প্রতিনিধি-লোকায়ুক্ত সংশোধনী বিল পাশ হয়ে গেল বিধানসভায়। এই বিল নিয়ে বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ভোটে বিরত ছিল বিজেপি। এই বিল নিয়ে বিতর্কে বিরোধীদের সংশোধনী গৃহীত হয়নি।

বাড়তি থানা

নিজস্ব প্রতিনিধি-নিউটাউনে নজরদারি বাড়াতে আরও তিনটি নতুন থানা করার প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে। জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হবে।

চলে গেলেন বাসবী নন্দী

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাংলা চলচ্চিত্র ও নাট্য জগতের অভিনেত্রী বাসবী নন্দী ২২ জুলাই রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। পাঁচ থেকে সাতের দশকে বাংলা ছবির অন্যতম সেরা অভিনেত্রী ছিলেন তিনি।

এখানে - ওখানে

আর জি কর হাসপাতালে ডাঃ বিধান রায়ের জন্মদিন পালন

আর জি কর হাসপাতালে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রতি বছরের মতো এবারও রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের জন্মদিন পালন করল আর জি কর হাসপাতালের ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বার্থ ডে সেলিব্রেশন কমিটি। ১ জুলাই হাসপাতালের ভেতরে এই অনুষ্ঠানের পতাকা উত্তোলন করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। পতাকা উত্তোলনের পর বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এবং সমবেত দর্শকরা সকলেই ডাঃ বিধান রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন সঞ্জীব আচার্যসহ বিশিষ্ট বক্তাগণ। অনুষ্ঠান শেষে হাসপাতালের শিশু বিভাগের রোগীদের সংগঠনের তরফ থেকে ফল এবং মিস্টি বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি প্রদীপ বাসু, সম্পাদক ধর্মেন্দ্র বাল্মীকি ও চেয়ারম্যান নমিতা পালসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

তরুণ দলের খুঁটি পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি-আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে এবং ডাঃ বিধান রায়ের জন্মদিনকে সামনে রেখে ১ জুলাই খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠান করল দমদম তরুণ দল। এবার তাদের পুজো ৪১তম বর্ষে পদার্পণ করছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। এই খুঁটি পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকার বহু মানুষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

হুইল ক্লাব ও রোটারি ক্লাবের যৌথ উদ্যোগ

ইনার হুইল ক্লাব অব গ্রেটার ক্যালকাটা ও রোটারি ক্লাব অব গ্রেটার ক্যালকাটার উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে সদস্যদের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যবৃন্দ। চিত্রঃ আশীস সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর কলকাতার গৌরী বাড়ি সংলগ্ন শান্তিভবনে ১ জুলাই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে ইনার হুইল ক্লাব অব গ্রেটার ক্যালকাটা এবং রোটারি ক্লাব অব গ্রেটার ক্যালকাটার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং পিছিয়ে পড়া অংশের নিয়ে থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় পরীক্ষা শিবির। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। থ্যালাসেমিয়ার উপর কুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা। কুইজে অংশগ্রহণকারী সফল প্রতিযোগিদের হাতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে এবং সংগঠকদের দেওয়া হয়েছে স্মারক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইনার হুইল ক্লাবের সভানেত্রী কৃষ্ণা বরাট, সম্পাদিকা কাশ্মীরা ঘোষ, এবং মিতালী গুপ্তাসহ অন্যান্যরা।

ট্যাংরাতে স্বাস্থ্যশিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-ট্যাংরা ৫৮ নং ওয়ার্ড এস সি এস টি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা প্রদান এবং ইসিজি। সংগঠনের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে শিবিরে থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করা হয়। সংগঠনের সভাপতি পার্থপ্রতিম দত্ত এবং সম্পাদক অলোককুমার খাটুয়ার উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর কলকাতার বিধান রায় স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে ৬ জুলাই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে জীবনদায়ী ওষুধ বিতরণ এবং সমাজে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা, সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক বলেন, থ্যালাসেমিয়ার মতো মারণরোগকে প্রতিহত করতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। সংগঠকদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বাণ সিং-সহ প্রমুখ সদস্যবৃন্দ।

সোদপুর ক্লাবে সচেতনতা শিবির

সোদপুর ক্লাবের অনুষ্ঠান। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর ২৪ পরগণার সোদপুর ক্লাবের উদ্যোগে ১ জুলাই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির, থ্যালাসেমিয়া বাহক নির্ণয় শিবির এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও বাহক নির্ণয় শিবিরটি পরিচালনা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। থ্যালাসেমিয়ার বিপদ নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা। থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন এলাকার ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোদপুর ক্লাবের সভাপতি পরিমল সরকার ও সম্পাদক কৌশিক ধর সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

পরীক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর কলকাতার জগৎ মুখার্জি পার্কে ৮ জুলাই স্বজন-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক সফল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যসহ বিভিন্ন বক্তারা। প্রতি বছরই স্বজন সফল পরীক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান করে থাকে।

ছাত্রযুব-র উদ্যোগে হুগলিতে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-হুগলি জেলার কোন্নগরে ৮ ই জুলাই অনুষ্ঠিত হয় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া রোধে আশু কর্তব্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি বলেন, মানুষ থ্যালাসেমিয়া নিয়ে একটু সচেতন হলেই এই রোগের প্রকোপ কমানো সম্ভব হবে। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা। কুইজে সফল প্রতিযোগিদের হাতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পুরপিতা আবির মুখার্জি ও লাল্টু মজুমদার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। উদ্যোক্তাদের পক্ষে গোপাল কংসবনিকের উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

কুমোরটুলির খুঁটি পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি-কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব ২০১৮-র দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠান হয়ে গেল ১৪ জুলাই। পুজোর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যসহ অন্যান্যরা। পুজো কমিটির সম্পাদক অজয় ঘোষ এবং অন্যতম সদস্য অনুপম দাসের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য।

নবগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-হুগলি জেলার রহিমপুর নবগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ে ২০ জুলাই সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এই শিবির পরিচালনা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা স্বরূপা মুখার্জি এবং অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা। বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন এই সচেতনতা শিবিরে। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া রোধের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কুইজ পরিচালনাও করেন তিনি। এই সচেতনতা শিবিরটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সংগঠনের সদস্য রীতেশ ঘোষ। (ছবি ৮ এর পাতায়)

রাজবলহাটে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-হুগলি জেলার রাজবলহাট উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে ২০ জুলাই সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। বিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে এই শিবির পরিচালনা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অরুন্ধতী চৌধুরী এবং অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা। বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন এই সচেতনতা শিবিরে। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া রোধের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কুইজ পরিচালনাও করেন তিনি। এই সচেতনতা শিবিরের জন্য সংগঠনের সদস্য রীতেশ ঘোষের উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। (ছবি ৮ এর পাতায়)

সেবা ওয়েলফেয়ারের উদ্যোগ

কাশীপুর সেবা ওয়েলফেয়ার সমিতির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-কাশীপুর সেবা ওয়েলফেয়ার সমিতি ১ জুলাই ডাঃ বিধানরায়ের জন্মদিনে এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সম্মান প্রদান করল। এছাড়া এলাকার ১০ জন দুঃস্থ প্রবীণ নাগরিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে চিকিৎসা ভাতা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি প্রদীপ দে, পানিহাটি প্রতিবন্ধী সমিতির সম্পাদক শঙ্কর বিশ্বাস, শিক্ষা এডুকেশন ট্রাস্টের সম্পাদক বিনয় ঘোষ, কুমোরটুলি সেবাসমিতির সম্পাদক গৌতম ঘোষাল, মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের কর্ণধার ডি আশীষ, এলাকার কাউন্সিলর সুমন সিং, বিধায়ক মালা রায় এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

AN ISO CERTIFIED LAB.
SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD. KOLKATA
ভারতের অন্যতম বৃহৎ থাইরয়েড
এবং অন্যান্য রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র
98302 74990, 98302 74988
আপনার নিকটবর্তী রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD.
13/1, Bhupen Bose Avenue (opp. Manindra College), Kol-700004,
Ph.: 2530 0696 / 6572, 98302 74990
Fax: 2530 0696
Email: serum.kol@gmail.com
web: www.serumanalysiscentre.com

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।

নরমে গরমে ট্রাম্প অভ্যর্থনা

লন্ডন-অক্সফোর্ডশায়ারের ব্লেনিম প্যালেসে সস্ত্রীক ট্রাম্পকে স্বাগত জানালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে। ব্রাসেলস থেকে ন্যাটোর সম্মেলন সেরে লন্ডন সফরে এসেছেন সস্ত্রীক ট্রাম্প। দু'দেশের ব্যবসায়িক আদানপ্রদানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বৈঠকে। ট্রাম্পের প্রথম সফরে টেরেসাও মুক্ত বাণিজ্য নিয়ে কথা বলেছেন। পাশাপাশি ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে লন্ডন। প্রায় লক্ষাধিক মানুষ এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। উইন্ডসর ক্যাসেলে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গে চা পান করে রাতেই স্কটল্যান্ড উড়ে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট লেডি।

এইচ আই বি

ওয়াশিংটন-এইচ ওয়ান বি ভিসা নিয়ে আমেরিকায় চাকরিরত কর্মীর স্ত্রী ও স্বামীর ভিসার নিয়মকানুন নিয়ে নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করার কথা ঘোষণা করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। আদালতের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেই বিজ্ঞপ্তি জারি হয় নি। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার চালু করা এই ভিসা নীতি বাতিল করে দিতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন।

প্রাণে বাঁচলেন

কাবুল-অঞ্চলের জন্য আত্মঘাতী হানা থেকে প্রাণে বাঁচলেন আফগানিস্তানের ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল রশিদ দোস্তম। বিস্ফোরণের কয়েক মিনিট আগেই কাবুল বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যান তিনি। কয়েকবছর নির্বাসনে থাকার পর ২২ জুলাই তিনি দেশে ফেরেন। এই হানায় নিহত হয়েছে ১৪ জন আহত প্রায় ৫০ জন। নিহতদের মধ্যে সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে রয়েছেন নিরাপত্তাবাসীরাও।

ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল

জেরুজালেম-এবার আইনতভাবে 'ইহুদি রাষ্ট্র'-এ পরিণত হল ইজরায়েল। মাত্র সাত ভোটের মাধ্যমে বিল পাশ হয়। নতুন বিলে বিশ্বের সমস্ত ইহুদিদের ইজরায়েলে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। এছাড়া ইজরায়েলকে ইহুদিদের ঐতিহাসিক জন্মভূমি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সাগরপারের টুকিটাকি

হাঁস গণনা

ব্রিটেন-প্রায় শতক থেকে হাঁসের গণনা চলছে ব্রিটেনে। রাজহাঁসগুলো সবই রাজকীয় সম্পদ। বুনো হাঁসের দলকে নানা কায়দায় ধরা হয়। বনে ঢুকে হাঁস খোঁজার জন্য ঘুমপাড়ানি গুলি ব্যবহার করা হয়। তাদের ধরার পরে দীর্ঘ সময় খাঁচার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। তাদের গায়ে 'রাজচিহ্ন' পড়ে। এই প্রথা নিয়ে বিতর্ক চলছে। কারণ, হাঁস ধরার সময় চলে অত্যাচার। রানি এলিজাবেথের কাছে এভাবে হাঁস গণনা প্রথা বন্ধ করার আবেদন জানানো হয়েছে।

সিরিয়াতে স্বেচ্ছাসেবকরা বিপন্ন

আহত শিশুকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবক।

দামাস্কাস-নিজেদের গৃহযুদ্ধের জরাজীর্ণ ইজরায়েল। সিরিয়াতে বিদ্রোহী অধ্যুষিত এলাকায় সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তার জন্য কাজ করা 'হোয়াইট হেলমেটসে'-র সদস্যদের প্রাণ এখন বিপন্ন। মানবিকতার খাতিরেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল ইজরায়েল। এক রাতের মধ্যেই 'ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স' তাদের অধিকৃত গোলান হাইটস দিয়ে নির্বিঘ্নে হোয়াইট হেলমেটসের ৪২২ জন স্বেচ্ছাসেবককে এবং তাদের পরিজনকে জর্ডনে পৌঁছে দিয়েছে। সিরিয়ায় যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় বিপন্ন মানুষকে উদ্ধারের কাজ করত এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ২০১৩ থেকে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে তারা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বাশার-আল-আসাদের বাহিনী এবং রাশিয়ার চোখে এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিদ্রোহীদের সমর্থক।

গোপনে কাজ

পিয়াংইয়াং-মুখে অস্ত্র ছাড়ার কথা চলেছে অথচ গোপনে পরমাণু অস্ত্রের ভাঁড়ার ভর্তি করা হচ্ছে। কিম জং উনের দেশে সরেজমিন তদন্ত করতে গেলেন মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পেয়ো।

রুয়ান্ডাকে গো দান

রুয়ান্ডা-কূটনৈতিক গো দান। চালু করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আফ্রিকার একটি দরিদ্র গ্রাম রুয়ান্ডাতে ২০০টি গরু দান করলেন নরেন্দ্র মোদী। সে দেশের 'গিরিনকা' কর্মসূচীর অধীনে এই গো দান করা হল। পরিবার পিছু একটি গরু দান।

শরিফ ১০ মরিয়ম ৭

ইসলামাবাদ-দুর্নীতির দায়ে প্রধান মন্ত্রীর পদ খোয়াতে হয়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে দশ বছর কারাদণ্ড দিল সে দেশের আদালত। পানামা পেপার্স কাণ্ডে শরিফের নাম ছিল। দুর্নীতিতে বাবাকে সাহায্য করার জন্য তাঁর কন্যা মরিয়মের ৭ বছরের সাজা হয়েছে।

ছেলে-জামাই

লাহোর-পাকিস্তানের নির্বাচনে এবার লড়ছেন হাফিজ সইদের ছেলে হাফিজ আলম সঈদ এবং জামাই খালিদ ওয়াশিদ। পাকিস্তানে নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত-উদ দাওয়ার রাজনৈতিক শাখা মিল্লি মুসলিম লিগ নির্বাচন কমিশনের ছাড়পত্র পায় নি। সেকারণে এই দুই প্রার্থী 'আল্লাহ-উ-আকবর তেহরিক' নামে একটি দলের হয়ে ভোটে লড়বেন।

অধিনায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক

পিটিআই সুপ্রিমো ইমরান খান।

ইসলামাবাদ-পাকিস্তানের নির্বাচনে ইমরান খানের (তেহরিক-এ-ইনসাফ) পিটিআই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও অন্যদলগুলোর থেকে সর্বাধিক আসনে জয়লাভ করেছে। পাকিস্তানের মন্ত্রীর কুর্সিতে বসছেন অতীতের ক্রিকেটের অধিনায়ক। ২৬ জুলাই জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণও দিয়েছেন ইমরান খান। তার ভাষণে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে কাশ্মীর সমস্যা। তিনি বলেছেন, 'ভারত এক কদম এগোলে, আমি দু'কদম এগোবো।' পাকিস্তানে মোট ২৭২ টি আসনে ভোট হয়েছে। পাকিস্তান এবার কেমন হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইমরান জানান, 'মদিনার মতো।'

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ অ্যালকোহল জনিত সমস্যা এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধে জানালে খুব উপকার হয়।

দেবাশীষ দাস, বিরাটি

উঃ অ্যালকোহলের অপরিমিত ব্যবহার থেকে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এটা শুধু রোগীর সমস্যা নয়, পুরো পরিবারের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

অতিরিক্ত অ্যালকোহল থেকে এই সমস্যা হতে পারে—

(১) স্নায়ু সমস্যা (Nervous System Problems)—চোখে অন্ধকার দেখা (Black Out), সাম্প্রতিক ঘটনার কথা ভুলে যাওয়া (Antegrade Amnesia), যা অস্থায়ী, ঘুমে বিঘ্ন ঘটা, প্রভৃতি। এছাড়াও, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও শরীরের ভারসাম্য রাখা ব্যাহত হয়, ফলে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে অনেক সময় পরের দিন সকালে মাথাব্যথা, ক্লান্তি, বমি বা বমির ভাব, তেষ্টা পাওয়া প্রভৃতি হতে পারে (Hangover)।

অনেকদিন পর বেশি মাত্রায় অ্যালকোহল নিলে নিউরোপ্যাথি (Peripheral Neuropathy) হতে পারে, যেখানে হাত-পা ঝিনঝিন, শূন্যতা প্রভৃতি হতে পারে। কখনও বা সেরিবেলার ডিজেনারেশন বা অ্যাট্রফি (Cerebellar Degeneration or Atrophy) হতে পারে। আবার, Wernicke' Syndrome ও Korsakoff's Syndrome ও হতে পারে। স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

(২) মানসিক সমস্যা (Psychiatric Problems)—অনেক ক্ষেত্রেই দেখা দেয়, এবং বড় আকার ধারণ করতেই পারে। এক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

(৩) পাকস্থলী, যকৃৎ—অ্যালকোহল, গ্রাসনালী, (Oesophagus) ও পাকস্থলীর (Stomach) প্রদাহ করে, ফলে পেটে অস্বস্তি, ব্যথা ও রক্তপাত হতে পারে (Haemorrhagic Gastritis)। কখনও কখনও এটা খুব সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে। যকৃৎ বা লিভারে ফ্যাট জমতে পারে (Fatty Liver)। অ্যালকোহল চালিয়ে গেলে আরও খারাপ অবস্থা হতে পারে, যেমন—হেপাটাইটিস, সিরোসিস প্রভৃতি। সিরোসিস হয়ে গেলে লিভারের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং, ফ্যাটিলিভার অবস্থা থেকেই সাবধান হওয়া দরকার। প্যানক্রিয়াসের অসুখও (Pancreatitis) হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই এই অবস্থা খুব সাংঘাতিক হয়ে দাড়ায়।

(৪) ক্যানসার—অ্যালকোহল কিছু কিছু ক্যানসারের সমস্যা বাড়ায়। যেমন, ব্রেস্ট ক্যানসার, মুখ ও গ্রাসনালীর ক্যানসার (Oral Oesophageal Cancer), রেকটাল ক্যান্সার প্রভৃতি।

(৫) হার্ট—বেশিমাত্রায় অ্যালকোহল নিলে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। করোনারি হার্ট ডিজিজের (Coronary Heart Disease) সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে এবং কার্ডিওমায়োপ্যাথি (Cardiomyopathy) হতে পারে, বেশি মাত্রায় অ্যালকোহল নিলে সাময়িক ভাবে অনিয়ন্ত্রিত হৃদস্পন্দন (Arrhythamia) হতে পারে (Holyday Heart Syndrome)।

(৬) অন্যান্য— পেশির শক্তি কমে যেতে পারে (Alcoholic Myopathy), হাড়ের ঘনত্ব কমে যেতে পারে (Low Bone Density)। গর্ভাবস্থায় অ্যালকোহল নিলে, বিশেষত বেশিমাত্রায় নিলে, বাচ্চার সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা খুব বেশি মাত্রায় হলে Foetal Alcohol Syndrome দেখা দেয়। ক্রমাগত অ্যালকোহল ব্যবহার করে গেলে টলারেন্স (tolerence) দেখা দেয়। যেখানে তাদের আপাত আচরণ খুব একটা অস্বাভাবিক দেখায় না।

অ্যালকোহলিজম (Alcoholism)—ক্রমাগত অ্যালকোহল ব্যবহার জনিত সমস্যা হলে তাকে অ্যালকোহলিজম বলা হয়। অতিরিক্ত ব্যবহার ধরার জন্য দুটি রক্ত পরীক্ষা আছে—GT (Gamma Glutamyl Transferase) এবং CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin)। দুটি পরীক্ষা একসঙ্গে করলে আরও ভাল হয়। অ্যালকোহল বন্ধ করলে কয়েক সপ্তাহ পরে এগুলির মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। রক্তে ইউরিক অ্যাসিড ও MCV -র মাত্রা বেশি থাকতে পারে।

Alcohol Withdrawal -যদি কেউ হঠাৎ অ্যালকোহল বন্ধ করে দেয়, তাহলে কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন, হাত জাঁপা, আশংকা, উত্তেজিত হওয়া, হৃদস্পন্দন বা শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেড়ে যাওয়া, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, ঘুম না হওয়া প্রভৃতি। এইসব উপসর্গ সাধারণত অ্যালকোহল বন্ধ করার ৫-১০ ঘন্টা বাদে শুরু হয়। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে সবচেয়ে বেশি হয় এবং ৪-৫ দিনের মাথায় এর উন্নতি হয়, কিন্তু অল্প অসুবিধা ৪-৬ মাস পর্যন্ত থেকে যেতে পারে।

খুব কম ক্ষেত্রে খিঁচুনি (Withdrawal Seizure) হতে পারে। আর একটি সমস্যা হতে পারে—Delirium Tremens, যেখানে মানসিক অস্থিরতা, আচ্ছন্নভাব, জাঁপা, হৃদস্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেড়ে যাওয়া, প্রভৃতি হতে পারে।(ক্রমশ)

পৃষ্ঠা-৩

সম্পাদকীয়

সঙ্কীর্ণতা পাপ

বিশ্বকাপ ২০১৮ একগুচ্ছ অনন্য অভিজ্ঞতার ছবি নিয়ে একটি পূর্ণ অ্যালবাম। শুধুমাত্র ক্রীড়া নৈপুণ্যের ভান্ডার নয় এবারের বিশ্বকাপ, বিশ্বরাজনীতির আসরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর নিজের এবং দেশের জায়গাটাকে আরও বেশি শক্ত করে নেওয়ার সুযোগটা নিলেন এই বিশ্বকাপকে সামনে রেখে। পুতিনের মুকুটে যোগ হল একাধিক নতুন পালক। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল বিশ্বকাপ ২০১৮-এর জয় শুধুমাত্র একটিমাত্র দেশের গর্ব নয়, গোটা দুনিয়ার অভিবাসীদের জয়। জাতি ধর্ম ও সংস্কৃতি ব্যতিরেকে মানুষকে কাছে টেনে নেওয়ার ইচ্ছার জয়, সবার মিলেমিশে থাকার সদিচ্ছার উত্তম বহিঃপ্রকাশ। ক্রোয়েশিয়া ও ফ্রান্সের ফাইনাল খেলাটিকে শুধু দু-দেশের লড়াই হিসেবে দেখলে হবে না, সেটা ছিল দুটি ভিন্ন ধারণারও লড়াই। ক্রোয়েশিয়ার সব খেলোয়াড় শ্বেতাঙ্গ। ফ্রান্স দলের শ্বেতাঙ্গদের পাশাপাশি কৃষ্ণাঙ্গদের উপস্থিতিও যথেষ্ট। কিন্তু ফরাসি খেলোয়াড়দের বাবা-মা শরণার্থী হিসেবে ফ্রান্সে আশ্রয় পেয়েছিলেন। যেমন এমবাপের বাবা ফ্রান্সে আসেন ক্যামেরুন থেকে, মা আলজেরিয়া থেকে। অভিবাসন পল্লীতে ছোটো থেকে বড় হয়েছেন কিলিয়ান। ফ্রান্স দলের তেইশ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে সতের জন অভিবাসীর সন্তান। অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্মের ফরাসি। পল পোগবারও একই ঘটনা। নানা ঐতিহ্যের মধুর মিলনে ভরা ফরাসি ফুটবল দলটি ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতির মেল বন্ধনে তৈরি হয়ে তারুণ্যের জোয়ারে এবং প্রতিভার বিচ্ছুরণে পুরোমাত্রায় সফল।

বৈষম্যের এই চোরাস্রোতের মধ্যে ফ্রান্সের জয় এক নতুন বার্তা বহন করে এনেছে। কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসীদের নিয়ে যে জঘন্য রাস্তার আশ্রয় নিয়েছেন, যার ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ক্রমাগত বাড়তে চলেছে। বিশেষজ্ঞদেরও তাই ধারণা। ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয় ট্রাম্পের এই ধারণার বিরুদ্ধে সঠিক জবাব নয় কী। ভিন্ন জাতি ভিন্ন ধর্মের মানুষদের আশ্রয় দিলে দেশ সমস্যায় পড়বে, দুর্বল হবে—ইতিহাস এই ধারণার বিরুদ্ধে বহুবার সাক্ষী দিয়েছে। ইতিহাসের প্রবাহমান ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, অভিবাসীরা তাদের পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, সঞ্চয়, বিনিয়োগ দিয়ে আশ্রয়দাতা দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। ফলে নতুন নতুন প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে, দেশের সংস্কৃতির মান বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বয়ং ট্রাম্পের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা বিদ্যমান। তাঁর পিতা ছিলেন জার্মান ও মা স্কটল্যান্ডের। যদিও অভিবাসীদের আগমনে নানা দেশে তাৎক্ষণিক একটা সংকট সৃষ্টি হয়, একথা সকলেরই জানা। কিন্তু এর বিপরীত শক্তিও যে ইতিবাচক কাজ করতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফ্রান্স। বিশ্বকাপ জয়ের উল্লাসে গোটা ফ্রান্সের রাস্তাঘাটে সাদা-কালো, ধনী-দরিদ্র, সব ফরাসিরা এক হয়ে গেছে। এই আবেগের কাছে 'বৈষম্যের সঙ্কীর্ণতা' নিতান্ত তুচ্ছ নয় কি?

বুদ্ধি

স্বামী বিবেকানন্দ

সাংখ্য দর্শনের এই মত যে, বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া একখণ্ড প্রস্তর পর্যন্ত সমুদয়ই এক পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তবে কোনটা বা সূক্ষ্ম, কোনটা বা স্থূল। বুদ্ধি এইগুলির ভিতর সর্বাপেক্ষা সূদ-বস্তু, তৎপরে অহঙ্কার, তৎপরে সূদ ভূত সাংখ্যেরা ইহাকে তন্মাত্রা বলেন। এই সূদ ভূতগুলিকে দর্শন করা যায় না, ইহাদের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। এই তন্মাত্রাগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলাকার ধারণ করেন, তাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হয়। যেটা অপেক্ষাকৃত সূদ, সেটা কারণ, আর যেটা অপেক্ষাকৃত স্থূল, সেটা কার্য্য। পদার্থ সমূহের আরম্ভ, বুদ্ধি হইতে ; উহাই সর্বাপেক্ষা সূদতম পদার্থ ; উহা ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এই জগৎ রূপে পরিণত হয়।

সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ সমুদয় প্রকৃতির বাহিরে, তিনি একেবারে ভৌতিক নন। বুদ্ধি, মন, তন্মাত্রা অথবা স্থূল ভূত, পুরুষ কাহারই সদৃশ নহেন। ইনি ইহাদের মধ্যে কাহারই সদৃশ নহেন। ইনি সম্পূর্ণ পৃথক, ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। ইহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরুষ অবশ্য মৃত্যুরহিত, অজর, অমর, কারণ, উনি কোন প্রকার মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নন। যাহা মিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নয়, তাহার কখন নাশ হইতে পারে না। এই পুরুষ বা আত্ম-সমূহের সংখ্যা অগণন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়—হে প্রভু, তুমি শেখালে পৃথিবী মায়া কেবল-তাইতো আজকে নিয়েছি মন্ত্র উপবাসীর, ফলে নেই লোভ, তোমার গোলায় তুলি ফসল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ওঁ ওঁ হুংকার, ঝর্ঝর বর্ষণ/সঘন শূন্যে বিদ্যুৎঘাতে/তীব্র কি হর্ষণ!/দুর্দাম প্রেম কি এ-/প্রস্তর ভেঙে খোঁজে উত্তর/গর্জিত ভাষা দিয়ে।

জর্জ বার্নার্ড শ—তিনি কিছুই জানেন না। এবং তিনি ভাবেন যে তিনি সব কিছু জানেন। এ সবই একটি দিকেই ইশারা করছে। রাজনৈতিক কেরিয়ার।

মাসভামাসি

১ আগস্ট — কলকাতায় ক্রীতদাস প্রথা রদ ১৮৫৪।
রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিধান পরিষদ প্রথা রদ করল ১৯৬৯।
চিনে রেড আর্মির প্রতিষ্ঠা ১৯২৭।

২ আগস্ট — আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৬১।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করল ব্রিটিশ রাজতন্ত্র ১৮৫৮।
জার্মানীতে একনায়ক হিসেবে হিটলারের আত্মপ্রকাশ ১৯৩৪।

৩ আগস্ট — ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বম্বেতে শুরু ১৮৮৫।

৪ আগস্ট — প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪।
কবি পি বি শেলীর জন্ম ১৭৯২।

৫ আগস্ট — মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি ১৭৭৫।
হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি হলেন লীলা শেঠ ১৯৯১।

৬ আগস্ট — হিরোসিমাতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করল আমেরিকা ১৯৪৫।
মাদ্রাজ হাইকোর্টের উদ্বোধন ১৮৬২।
পেনিসিলিনের আবিষ্কারক স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর জন্ম ১৮৮১।

৭ আগস্ট — বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধান ১৯৪১।
বিদেশী পন্য বয়কটের ডাক দিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৫।
কলকাতার পার্সী বাগানে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন ১৯০৬।

৮ আগস্ট — বিশ্ব বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস।
ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির দায়ে পদত্যাগ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ১৯৭৪।

৯ আগস্ট — নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ ১৯৪৫।
'ভারত ছাড়ো' দিবস ১৯৪২।
অক্টারলোনি মনুমেন্টের নতুন নামকরণ হল শহীদ মিনার ১৯৬৯।
ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৭১।

১০ আগস্ট — ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের নতুন নামকরণ হল নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ১৯৫০।
গ্রীনউইচ অবজারভেটরি স্থাপিত হল ১৬৭৫।

১১ আগস্ট — ভিয়েতনামকে উত্তর ও দক্ষিণ দু'ভাগে ভাগ করা হল ১৯৫৪।
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ১৯০৮।

১২ আগস্ট — বিশ্ব যুব দিবস।
মোঘল সম্রাট বাংলা বিহার ওড়িষ্যার দেওয়ানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে অর্পণ করল ১৭৬৫।

১৩ আগস্ট — ফিদেল কাস্ত্রোর জন্ম ১৯২৬।
ইংল্যান্ডে ইস্পাতের প্রথম উৎপাদন শুরু ১৯১৩।

১৪ আগস্ট — লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষা নিষিদ্ধ করল ভারত সরকার ১৯৯৭।
পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশ ১৯৪৭।

১৫ আগস্ট — ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৯৪৭।
নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্ম ১৭৬৯।
মুজিবর রহমানকে হত্যা ১৯৭৫।
ভারতে পিনকোড চালু হল ১৯৭২।

১৬ আগস্ট — কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৬।
গীতাঞ্জলি প্রকাশিত ১৯১০।
ক্যাপিটাল প্রথম সংস্করণ শেষ করেন কার্ল মার্কস ১৮৬৭।

১৭ আগস্ট — তুর্কমেনিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৯১৯।

১৮ আগস্ট — খড়্গপুরে আইটি কলেজ চালু ১৯৫১।
লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করলেন ১৮০০।

১৯ আগস্ট — মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৯।

২০ আগস্ট — ফুটবলার গোষ্ঠ বিহারি পালের জন্ম ১৮৯৬।

২১ আগস্ট — নাট্যকার শম্ভু মিত্রের জন্ম ১৯১৫।
বিশ্বে প্রথম পারমাণবিক শক্তিচালিত পণ্যবাহী জাহাজ 'সাভানা' কাজ শুরু করল ১৯৬২।

২২ আগস্ট — লেনিনগ্রাদে প্রবেশ করল জার্মান সেনা ১৯৪২।
মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিদেশী বস্ত্র বর্জন অভিযান শুরু ১৯২১।
সংগীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের (জর্জদা) জন্ম ১৯১১।

২৩ আগস্ট — নাৎসীদের কবল থেকে দখল মুক্ত হল রোমানিয়া ১৯৪৪।
জার্মান এবং রাশিয়ার মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৩৯।

২৪ আগস্ট — রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে মিখাইল গর্বাচভের পদত্যাগ ১৯৯১।
ন্যাটো গঠন হল ১৯৪৯।

২৫ আগস্ট — আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নিলে সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪৩।

২৬ আগস্ট — কলকাতায় রেডিও সেন্টার চালু ১৯২৭।
অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২০।

২৭ আগস্ট — যুগোশ্লাভিয়াতে মাদার টেরেসার জন্ম ১৯১০।
আমস্টারডামে বিশ্বযুদ্ধ বিরোধী কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল ১৯৩২।

২৮ আগস্ট — লিও টলস্টয়ের জন্ম ১৮২৮।
জেনারেল ইনসিওরেন্স জাতীয়করণ বিল পাস ১৯৭২।

২৯ আগস্ট — বিশ্ব ক্রীড়া দিবস।
ডঃ বি. আর. আম্বেদকারের নেতৃত্বে ভারত খসড়া সংবিধান কমিটি গঠন ১৯৪৭।
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ ১৯৭৬।

৩০ আগস্ট — লেনিনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা ১৯১৮।
বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের জন্ম ১৮৮৮।

৩১ আগস্ট — শহীদ দিবস।
কলকাতা খাদ্য আন্দোলনের মিছিলে পুলিশী আক্রমণ, ৮১ জনের মৃত্যু ১৯৫৯।

শিশু চিকিৎসার টুকিটাকি

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি

শিশুদের অকাল মৃত্যু বা প্রায়শই ভোগান্তির কারণ আমরা বড়রাই। শিশু হচ্ছে নিষ্পাপ। তার প্রতিটি পদ-ক্ষেপেই প্রয়োজন বড়দের। কারণ বড়রা ছাড়া সে বাড়তেই পারবে না। ভগবানের রাজত্বে একটি ডিম ফেটে বাচ্চা বেরিয়ে পরা বা গরুর পেট থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসা—সবটাতেই দেখা যায় বাচ্চা স্বনির্ভরশীল। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দেখি, ধুলো বালি মাটিতে পড়ে থাকা, তার থেকে নিজের প্রয়োজনমতো খাদ্য বাচ্চা নিজেই খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমাদের শিশুকে মা যদি না খাওয়ায় বা কেউই বাচ্চার প্রতি নজর না রাখে বাচ্চা খেতেই পারবে না। তেমনি ওই বাছুরটি জন্মাবার পরক্ষণেই যে পদার্থ থলিটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সেটা ফাটিয়ে বেরিয়ে মায়ের দুধের দিকে চলে যায় সে। বর্তমানে চিকিৎসায় শিশু জন্মের পরেই শিশু পরিচর্যার একটি বিশেষ পদ্ধতিতে Rooming in খুবই ফলপ্রসূ। শিশু এবং তার মাকে উলঙ্গ অবস্থাতে বিছানায় মায়ের বুকের ওপর শিশুকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওপরে একটি চাদর দেওয়া থাকে এবং ঘরটি প্রয়োজনীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকে। মায়ের দুধের গন্ধে ওই শিশুটি তখন, যদিও তখন তার হামা দেবার সময় হয়নি, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে মায়ের দুধের গন্ধই 'শিশুর একমাত্র খাবার'। ঠিক গড়িয়ে গিয়ে মাতৃদুগ্ধ পান করে।

শিশু পরিচর্যার একটু এদিক ওদিক হলেই শিশুর ভোগান্তি হয় অথবা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ফলে মায়ের অথবা মায়ের পরিবর্তে শিশুর পরিচর্যা যিনি করছেন তাদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দায়িত্ব নিয়ে শিশুকে পরিচর্যা করতে হবেই। একটা ছোট উদাহরণ, মায়ের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে নজরে যতক্ষণ না দুধ খাওয়ানো শেষ হচ্ছে বা পরের দিকটা আসছে ততক্ষণ মাকে ওই শিশুর দিকে একাগ্র চিত্তে চেয়ে থাকতে হবে এবং শিশুর সাথে নানারকম অঙ্গভঙ্গি যেমন হাসি, কথা বলা, মিউজিক বাজানো, শিস্ দেওয়া—এরকম করলে শিশুর মানসিক বা শারীরিক বিকাশ হবেই হবে। শিশু যতই মায়ের স্তন থেকে দুধ টানবে ততই মায়ের দুধ বাড়বে। এখন বিজ্ঞান বলছে দু'বছর পর্যন্ত বিনাদ্বিধায় মাতৃদুগ্ধ পানে বাচ্চার সব দিক থেকেই ভাল হবে।

(ক) শিশুকে খাওয়ানোর পর **কখনোই শিশু যেন চিত করে বা উপুড় করে শোয়ানো না হয়,** কেননা ঐ দুধটি ঢেকুর তোলার নামে বাচ্চা যেই বের করতে যাবে সেটা গলার মধ্য দিয়ে শ্বাসনালিতে চলে যাবে। এবং এরপরের দুশোই দেখা যাবে শিশু শ্বাসের জন্য হাসফাস করতে করতে নীল হয়ে গিয়ে মারা গেল। এক্ষেত্রে শুধু দুধই নয় যে কোন তরল পদার্থ যেমন ওষুধ, জল, ফলের রস—সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(খ) কখনও বাচ্চাকে শোয়া অবস্থায় তরল পদার্থ খাওয়াতে নেই। একটা ছোট ঘটনা থেকে এর উত্তরটা আপনারা জানতে পারবেন। কর্তব্যরত মা বাবা তাদের কাজের গন্তব্যে চলে যাওয়ার পর তার ঠাকুমা/দিদা বা পরিচারিকা শিশুদের খাওয়াতে বসে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরা কোলের মধ্যে চিৎ করে শুইয়ে অথবা নিজের দু'পা সোজা করে তার মধ্যে শিশুকে শুইয়ে নিয়ে খাওয়ায়। অনেকক্ষেত্রে বাচ্চা খেতে চায় না, বিদ্রোহ করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে জোর করে খাওয়ানো হয় ঝিনুক বা চামচ দিয়ে। সেইসময় শিশু কাঁদে, ছটফট করে কিন্তু তাদের জোর করে ধরে বেঁধে খাওয়ানো হয়। অনেক বাচ্চাই কেশে দুধটিকে তুলে ফেলে এবং একটু নিঃশ্বাসেরও কষ্ট হয়। কেউ কেউ বাঁচে আবার কেউ কেউ বাঁচে না। একটা ছোট গল্পই বলি—'আমাদের একজন এমবিবিএস ডাক্তার হাসব্যান্ড-ওয়াইফ-এর একটি শিশু ছিল। দুজনেই একটি সরকারি হাসপাতালে কাজ করতেন। রবিবার সাধারণতঃ প্রত্যেক সপ্তাহের ক্লান্তি কাটানোর জন্য একটু বিশ্রাম নিতেন। মানসিক আরামের জন্য বাইরে বেড়াতে গিয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরতেন। ওই দম্পতি বাচ্চাকে দুধের বোতল দিয়ে দোলনায় রেখে শুতে চলে যান। বাচ্চাটির দুধ খেতে খেতে হঠাৎ শ্বাসরোধ হয়, কারো কোনো খেয়াল হয় নি। মাঝরাতে হঠাৎ বাবা-মা সেটা খেয়াল করে বাচ্চাটিকে কোলে করে নিয়ে আমার কাছে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে-এ নিয়ে আসেন। আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ওই বাঁচাটিকে আর বাঁচাতে পারি নি। হাঁফের প্রথম অবস্থায় থাকে Childhood asthama, সেই প্রবল শ্বাসকষ্টের মধ্যেই যেন কখনো কোন কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করা না হয়। শিশুকে কোলে সোজা করে বসাতে হবে এবং শিশুর ঠোঁটের ওপর কাপ ছোঁয়ালে যদি তার খিদে থাকে তাহলে সে মাথা নিচু করে খেতে শুরু করবে। শিশুকে যেন নব্বই ডিগ্রিতে খাওয়ানো হয়। খাওয়ানোর আগে যদি খাদ্যসামগ্রী তার ঠোঁটে লাগিয়ে দেওয়া হয় তবে দেখা গেছে, তা স্বাদ পাওয়ার সাথে সাথে বাচ্চা নিজেই সবটা খেয়ে নেয়।

আরেকটি ছোট জিনিস শিশু পরিচয়ের বিশেষ অঙ্গ হিসেবে জানাই, মায়ের দুধ এবং শিশুকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মালিশ বাচ্চাকে যেমন বাড়তে সাহায্য করে তেমনি মায়ের প্রতি এটা হল বিশেষ আকর্ষণের উপায়। শিশুর সাধারণত ৫ মিলি. তেল লাগে একেকবারে মালিশের জন্য। এটি খুব তাড়াতাড়ি গায়ে বসে যায়। এই তেলটি দু'ঘন্টার মধ্যেই শরীর টেনে নেয়, আবার দু'ঘন্টা পর ফের মালিশ করা যেতে পারে। মুম্বাইতে একটি হাসপাতালে বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, শিশুকে তেল মালিশ করার ফলে তেল শিশুর শরীরে ঢুকে যায় এবং রক্তের মধ্যে স্নেহজাতীয় জিনিস, মস্তিষ্ক এবং মাথার মাপ বাড়াতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের খাঁটি নারকেল তেল ব্যবহার করে দেখা গেছে, তাতে শিশুর বিকাশ ভাল হয়। ডক্টর আর. এস গব্বার-এর একটি প্রবন্ধে রয়েছে, তিনি ৫ মিলি. নারকেল তেল প্রতিবারেই ব্যবহার করে দিনে ৪ বার শিশুকে মালিশ করে তার ওজন দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন ওজন বাড়াবার ক্ষমতা ও পুষ্টির ক্ষমতা কেবল নারকেল তেলেই আছে, অন্য কোন তেলে নেই।

আর একটি ছোট কথা বলে আজকের জ্ঞাতব্য বিষয়টির ইতি টানবো। যে চামচটিতে বাচ্চাকে খাওয়ানো হবে সেটা পাতলা ধরনের এবং ভাল গুণমানসম্পন্ন চামচ হওয়া চাই। বাচ্চাকে খাবারে জল মিশিয়ে পাতলা করে খাওয়ালে বাচ্চা কোনভাবেই অপুষ্টি থেকে বাঁচবে না। চামচটিকে খাওয়ানোর সময় নজর দিতে হবে চামচটি ধরার ওপরে। সেটি ১৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রির মতো বেঁকিয়ে খাওয়াতে হবে। তাহলেই শিশুর গায়ে লাগবে সেই খাবার। এটা বলার অর্থ এই যে যদি চামচ বেশি বেকানো হয় এবং খাবার পাতলা থাকে সেটি গড়িয়ে মুখ থেকে পড়ে যাবে। কিন্তু সঠিক পরিমাপ দিলে খাওয়ানোর সময় গড়িয়ে পড়বে না।

(ক্রমশ)

কৃষিপণ্যের নতুন এমএসপি—কতটা কার্যকরী

কিশোরকুমার বিশ্বাস

ভারতে কৃষকদের স্বার্থে বেশকিছু কৃষিপণ্যের MSP বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা হয়। এর কারণ হল কৃষিপণ্যের বাজারে মূল্য যদি পর্যাপ্ত না হয় যা বিক্রি করে কৃষকদের যদি কিছু লাভ না হয় তবে কৃষি ব্যবস্থা চালু রাখাই মুসকিল। তাই সরকার বেশ কিছু কৃষিপণ্যের MSP ঘোষণা করে।

MSP ঘোষণা করা হয় কোন কৃষিপণ্য চাষ করার আগেই। অর্থাৎ ধরুন ঋণের কোন এক বছরে MSP ঘোষণা করা হবে চাষ শুরু করার আগে। ঐ নির্ধারিত মূল্যে চাষীদের কাছ থেকে সরকার ধান কিনে নিতে বাধ্য থাকবে যত পরিমাণ কোন এক কৃষক বিক্রি করতে চায়। তাই যদি ঋণের বাজার দর ঐ ন্যূনতম দামের ওপরে থাকে তবে কৃষক বাজারেই ধান বিক্রি করবে এবং সেটাই তার পক্ষে ভাল। কিন্তু খোলা বাজারে যদি ঋণের দাম MSP-র তুলনায় কম হয় তবে কৃষকটি যেখানেই বিক্রি করবে সেখানে সরকারি ঘোষিত দামে বিক্রি অর্থাৎ MSP-তে ধান কেনা হচ্ছে সেই কেন্দ্রে। এতে বোঝা যায় বাজারে ধানের দাম একটা নির্দিষ্ট দাম বেঁধে দেওয়া যাবে। অন্ততঃ যুক্তি অনুযায়ী তাই বাজারের দাম যদি MSP-র নিচে থাকে তবে চাষিরা সরকারি কেন্দ্রেই ধান বিক্রি করবে এবং ধীরে ধীরে বাজারের সরকার ঘোষিত ন্যূনতম দামের সমান বা তার ওপরেই থাকবে। এর ফলেই কৃষিব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যাবে। কৃষি লাভজনক হবে। বাজারে ফসলের দালালরা কৃষকদের বেশি ঠকাতে পারবে না।

ন্যূনতম সহায়ক দাম (MSP) কীভাবে ঠিক হয়?

এবারেও ২০১৮-১৯-এর বাজেটে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ঘোষণা করেছিলেন কৃষিপণ্যের MSP ঠিক করা হবে খরচের উপর ৫০ শতাংশ যোগ করে। অর্থাৎ যদি কোন এক কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ প্রতি কুইন্টালে ১০০০ টাকা হয় তবে তার MSP ধার্য করা হবে ১৫০০ টাকা। এটা আসলে কৃষি বিশেষজ্ঞ এম এস স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ অনুসারে ঠিক হয়েছে।

কৃষিপণ্যের খরচ কিভাবে নির্ধারিত হবে?

এখানে সরকার হিসেব করে দেখে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কোন একটি কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে কত কৃষিমজুর দিনে খরচ হয়। এবং তার সাথে চাষের জন্য শ্রমের দাম যোগ করে কৃষিপণ্যের দাম নির্ধারণ করে। ফলে তার ওপর যদি ৫০ শতাংশ যোগ করে কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিক করা হয়। তবে কৃষি লাভজনক হবে বলে আশা করা যায়। ধান, গম, তুলা, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি প্রায় ২৩টি পণ্যের MSP ঘোষণা করছে সরকার।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা বাজারের দাম নির্ধারণ করে কি?

ন্যূনতম দাম ঘোষণা করলেই বাজারে দাম কিছুটা উঠবে তার প্রমাণ সব সময়েই পাওয়া যায় না। এই জুলাই

মাসের প্রথমে বিখ্যাত কৃষি অর্থনীতিবিদ অশোক গুলাটি (Ashok Gulati) জানিয়েছেন কৃষকরা MSP ঘোষণা করার পর অনেক সময়ই ঠিক দাম পান না। এমনকী বহু ক্ষেত্রে MSP ঘোষণার পর বাজারে সেই দ্রব্যের দাম MSP-র অনেক নীচে চলে যায়। নথিভুক্ত বাজারে কম দামে কৃষিপণ্য বিক্রি হয় বহুক্ষেত্রে বা অনেক সময় দাম অপরিবর্তিত থাকে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন গুজরাটের জামনগরে ২০১৭-১৮ সালের MSP ঘোষণা করার পর বাদাম বিক্রি হয়েছিল MSP র চেয়ে ৩৭ শতাংশ কমে এবং বর্তমান বছরের MSP র চেয়ে ৪১ শতাংশ কম দামে। গতবারের তুলনায় অরহড় (Urad) ডালের দাম ৫৯ শতাংশ কমেছে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর বাজারে, সুরাটের বাজারে মুগডালের দাম কমেছে ২৬ শতাংশ, কর্ণাটকের দেবাঙ্গির বাজারে জোয়ার বিক্রি হয়েছে ৩৮ শতাংশ কম দামে। তাই অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন ধান, গম এবং আগের ক্ষেত্রে কিছু রাজ্যে MSP ঘোষণা কিছু কাজ করে নি। কিন্তু অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে এগুলো আসলে ভাল কার্যকরী রূপ নেয় না। তাই কেবল ঘোষণাই নয় MSP ঠিকঠাক প্রয়োগই আসল কথা।

MSP-র অসুবিধা:

আমরা দেখলাম MSP সব জায়গায় এবং সব ফসলের ক্ষেত্রে ভাল কাজ করছে না। অন্যদিকে বর্ধিত MSP মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দেবে। ফলে মনে করুন, ধান চাষি MSP-র মধ্য দিয়ে আয় বাড়ালো কিন্তু, তেল, ডাল, আটা বা অন্যান্য জিনিসের MSP র জন্য দাম বাড়ার ফলে ধানচাষীর খরচও বেড়ে গেল। এছাড়া ধান এবং হলুদ দাম বাড়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতে এই দুটো দ্রব্য বিক্রি করার ক্ষমতা কমে যাবে। কারণ তাদের দাম বাড়ার ফলে সহায়ক মূল্য বাড়ালে একদিকে যেমন সবাই ফল পায় না, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ার জন্যও ক্ষতি হতে পারে। এমনকী কিছু কিছু দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বাজার হারাবারও সম্ভাবনা থাকে। নতুন MSP র ফলে সরকারের প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হতে পারে কিন্তু তাতেও ভাল ফল নাও হতে পারে।

তাই অন্য উপায়ের কথা ভাবা হোক

তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটক সরকার তাই ঘোষণা করেছে একর পিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কৃষকদের। অর্থাৎ এক একর চাষ করে এক নির্দিষ্ট আয় ঠিক করা হবে। তারপর কৃষকের আয় তার থেকে যত কম হবে সেই টাকা ঐ কৃষককে সরাসরি দিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তার একটা ন্যূনতম আয় নির্দিষ্ট হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে এর ফলে টাকা চুরি কম হবে। স্বচ্ছতা বাড়বে এবং প্রকৃত কৃষকরাই লাভবান হবে। সরকার অবশ্য এই বিষয়টি মাথায় রেখেছে। এখন দেখা যাক ভবিষ্যতে কী পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

পরীক্ষার আগে নিজেকে তৈরি করুন

যে কোন টেস্টের আগে ল্যাব পরীক্ষকের পরামর্শ মেনে চলা উচিত। পরামর্শ দিচ্ছেন সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টারের প্রধান মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট **সঞ্জীব আচার্য্য**

শুধু ডায়াবেটিস নয়, বিভিন্ন টেস্টের ক্ষেত্রেই রিপোর্টের নানা অস্বাভাবিকতা হঠাৎ করেই বেশ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আঙুল গুঠে ল্যাবের পরীক্ষা পদ্ধতি কতটা সঠিক সেই নিয়ে। তবে সব দোষ কিন্তু ল্যাবের নয়। যে কোনও টেস্টের আগে বেশ কিছু সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি।

সুগার টেস্ট

পি পি ব্লাড সুগার টেস্ট খাওয়ার দু'ঘন্টা পর অবশ্যই করতে হবে। ফাস্টিং বা পিপি যে কোনও টেস্টের আগেই খুব রিল্যাক্স থাকতে হবে। খুব মানসিক চাপ বা কোনও কিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকলে সেই অবস্থায় টেস্ট করা অনুচিত। প্যাথলজিতে গিয়ে অন্তত পক্ষে ১০-১৫ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে তবে ব্লাড দিন। পিপি সুগার টেস্টে আগে খাওয়ার পর অনেকেই কোল্ড ড্রিঙ্ক বা শরবত খান। ২ ঘন্টা জল ছাড়া আর কিছুই খাওয়া চলবে না। যে দিন টেস্ট করবেন সেদিন সকালে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের ওষুধ খেলে ল্যাব পরীক্ষককে অবশ্যই জানাতে হবে। পিপি সুগার টেস্টের দু'ঘন্টা আগে খেতে হয়। অনেকের ধারণা রয়েছে, এক্ষেত্রে খুব হালকা খেলে টেস্টের রিপোর্টে সুগারের মাত্রা খুব কম আসবে। এমন করলেই বরং সঠিক রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণত একজন যা খান টেস্টের আগেও তাই খাবেন। ফাস্টিং ও পিপি সুগার টেস্ট ব্যতিক্রমী তারিখে না করে একদিনেই করা উচিত।

HbA1C

বর্তমানে যে কোনও ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়েছে কি না তা বুঝতে ফাস্টিং, পিপি ব্লাড গ্লুকোজ টেস্টের পাশাপাশি HbA1C টেস্ট করতে বলেন চিকিৎসকরা। পিপি, ফাস্টিং করে সেই দিনের রক্তে সুগারের মাত্রা কত

রয়েছে তা দেখা হয়। আর HbA1C টেস্ট করে গত তিন মাসের রক্তে গড় ব্লাড গ্লুকোজের মাত্রা দেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় পিপি, ফাস্টিং নর্মাল কিন্তু HbA1C টেস্টের রিপোর্টে এল অনিয়ন্ত্রিত গ্লুকোজ। এক্ষেত্রে রিপোর্ট দেখে খুব দ্বিধায় পড়ে যান অনেকেই। এই টেস্ট করে লোহিত রক্তকণিকায় গ্লুকোজের মাত্রা কতটা প্রবেশ করেছে তা নির্ণয় করা হয়। আমাদের শরীরে এই লোহিত রক্তকণিকা প্রতি তিনমাস অন্তর নষ্ট হয় ও নতুন রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। তাই এই টেস্ট করার আগে টানা তিন মাস এক্সারসাইজ, খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে রেখে তারপর টেস্ট করলে তবে ঠিকঠাক রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব।

ভাইরাল ইনফেকশন

যেকোনও ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস ঘটিত সংক্রমণ থেকে জ্বরে আক্রান্ত হলে খুব জরুরি টেস্ট টোটাল কাউন্ট, ডিফারেনশিয়াল কাউন্ট (TC, DC) ও এরিথ্রোসাইট সেডিমেনটেশন রেট (ESR)। দেহের ইনফেকশন রয়েছে কিনা তা এই টেস্ট করে বোঝা সম্ভব। খুব দৌড়ে এলে বা ফিজিক্যাল ট্রেস থাকলে সেই অবস্থায় ই. এস. আর টেস্ট করলে সংক্রমণ ছাড়াই রিপোর্ট পজিটিভ আসতে পারে।

ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন

এই ক্রিয়েটিনিন আমাদের শরীরে বিভিন্ন পেশি বা মাসল থেকে বের হয়। এক ধরনের বর্জ্যপদার্থ। কিডনি ফাংশন ঠিক না থাকলে শরীর থেকে এই বর্জ্য বের হতে পারে না, তাই রক্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার পাশাপাশি কেউ যদি এই টেস্টের আগে খুব বেশি এক্সারসাইজ বা পরিশ্রম করে তাহলে এই এনজাইমের মাত্রা টেস্টের রিপোর্টে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দেখাবে। তাই টেস্টের আগে শারীরিক অতিরিক্ত পরিশ্রম বা এক্সারসাইজ করা চলবে না।

হেপাটাইটিস সি

এই ভাইরাস (HCV) পজিটিভ হলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। মূলত লিভারের অসুখ, রক্তবাহিত, সেক্সুয়াল কারণেও এই ভাইরাস শরীরে চলে আসতে পারে। তবে এই ভাইরাস একবার কারও শরীরে প্রবেশ করলে সারাজীবনই তাকে বহন করে চলতে হয়। বিকল হতে থাকে শরীরের নানা অঙ্গ। তাই রোগ ধরা পড়লে মাঝে মাঝেই হেপাটাইটিস সি অ্যান্টিবডি টেস্ট করে দেখতে হয়। তবে রোগীর যদি কিডনি খারাপ হয়, সেক্ষেত্রে ডায়ালিসিস চললে হেপাটাইটিস সি অ্যান্টিবডি টেস্ট না করে অ্যান্টিজেন টেস্ট করা উচিত। কারণ ডায়ালিসিসের পরে রোগীর দেহে HCV অ্যান্টিবডি তৈরি হয় না। তাই হেপাটাইটিস সি পজিটিভ রোগীরও রিপোর্ট আসবে নেগেটিভ। তাই ল্যাবে গিয়ে রোগীর হিস্ট্রি পরীক্ষককে জানানো জরুরি।

শিশুর রক্ত পরীক্ষা

অনেক সময়ই দেখা যায় মায়ের শরীরে HCV, HIV, VDRL ইত্যাদি সংক্রমণ থাকলে সন্তান জন্মের পর তাঁর শরীরেও এই সংক্রমণ রয়েছে। কারণ শিশু জন্মানোর পর তার দেহে মায়ের রক্তই (HBF) থাকে। এরপর ধীরে ধীরে শিশুর দেহে মায়ের রক্ত অর্থাৎ (HBF) কমতে থাকে এবং নিজের রক্ত বা অ্যাডাল্ট হিমোগ্লবিন (HBA) বাড়তে থাকে। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে আনুমানিক আট মাস। তাই এক বছর পরে শিশুর রক্তের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব।

লিপিড প্রোফাইল

লিপিড প্রোফাইল বলতে বোঝায় কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, এইচ.ডি.এল (গুড কোলেস্টেরল) এল.ডি.এল (ব্যাড কোলেস্টেরল)— এর মাত্রা দেখা। খুব তেল-মশলাদার ও ভাজা খাবার খেলে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে যায়। ফলে লিপিড প্রোফাইলের অন্যান্য প্যারামিটারসের মাত্রাও বেড়ে যায়। তাই এই টেস্ট করার আগে অন্তত কুড়ি দিন নিয়মিত খাদ্যাভাস, ও জীবনযাপন জরুরি।

হরমোন টেস্ট

যে কোনও ধরনের হরমোন টেস্ট বা থাইরয়েড টেস্টের আগে ভিটামিন বি৭ খাওয়া চলবে না। বর্তমানে উন্নত টেকনোলজিতে টেস্টের ক্ষেত্রে এই বায়োটিন জাতীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়। তাই শরীরে বা রক্তে এই উপাদানের উপস্থিতি থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই রিপোর্ট ভুল আসতে পারে।

কবিতা

বিক্রিত এ জীবন

অদৃশ্য নাথ

ক্ষমতা, অর্থের কাছে বিক্রিত এ জীবন
হৃদয় অন্তরের মায়া, মমতা,
আমরা সবাই বাজারে সাজানো পণ্য
দিন রাত খুঁজি ক্রেতা-বিক্রেতা
সমাজের কোনে কোনে ছড়িয়ে গেছে
আড়ষ্ঠ জীবনের নব বার্তা,
ভয়ে আতঙ্ক চলে তার পিছে পিছে
মুছে দিয়ে মনুষ্য মানবতা

ছেলে মেয়ে নিয়ে বাঁচতে হবে তো
পৃথিবীতে যে কটা দিন আছি
মুছে যাক মানবতা, প্রতিবাদের ভাষা
দেখেও থাকবো কানা মাছি।
দেখে শুনে চুপ করে থাকতে হয়,
ভুলে যাই মানবতার বাণী,
তখন কি হবে ? যদি কেউ এসে বলে
মাস্টার মশাই কিছুই দেখেন নি!

হয়তো বর্তমান জীবনে বেঁচে থাকার
এ এক আধুনিক নীতি,
এ জীবন আজ এক নতুন বাজার
বিক্রিত বিবেক, জ্ঞান, অনুভূতি।
বেচা কেনা শেষে সন্ধ্যায় হিসেব কষি
কত লাভ কত ক্ষতি,
জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য সব বেচা হল
শুধু রয়ে গেল স্মৃতি।

অঞ্জলি

কৃষ্ণা ঘোষ

দ্বারকাতে যখন আমার
কৃষ্ণ কানাই রাজা
ব্রজ গোপীর চোখের জলে
ফুটছে গোলাপ তাজা।
দীর্ঘ শহরতলি
নামাবলী জড়িয়ে আছে
পেতেছে অঞ্জলি
মিলন মেলা দেখার ছলে
ইসকনেতে ছুটি
চাবি হাতে পাওয়ার আগে
গড়ছি সোনার খুঁটি।
বৃন্দাবনের তমাল বৃক্ষে
তুলসী দিল সহ্য
অনেক শাখা উপ্তাপ মাখা
হয়েছি তবু উহ্য।

ঝরণার নিমন্ত্রণ

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

তোর জন্য আমি সাজিয়েছি
নতুন খেলাঘর,
তোর জন্য হঠাৎ রোদে
ভালবাসার ঘর।

তোর জন্য আনন্দে আজ
তফাত অভিমান,
তোর জন্য অন্ধকারে
আলোর অভিযান।

তোর জন্য শূন্য এ বুকে
হঠাৎ হৃৎস্পন্দন
তোর জন্য পাহাড়ি মেঘে
ঝরণার নিমন্ত্রণ

স্টেডিয়াম

বিশ্বরেকর্ড গড়লেন বেয়াত্রিস

বিশ্বরেকর্ড করার পর বেয়াত্রিস।

মোনাকো-অবিশ্বাস্য নজির গড়লেন কিনিয়ার বেয়াত্রিস চেপকোয়েথ। তিন হাজার মিটার স্টিপলচেজে বিশ্বরেকর্ডের থেকেও ৮ সেকেন্ড সময় কমিয়ে ফেলেছেন বেয়াত্রিস। এই রেকর্ড হয়েছে ২০ জুলাই মোনাকোর ডায়মন্ড লিগে। এবার নিজের ইভেন্টে ২৭ বছরের বেয়াত্রিস সময় করেন ৮ মিনিট ৪৪.৩২ সেকেন্ড। রিও অলিম্পিক এবং লন্ডনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি চতুর্থ হন। মোনাকোয় এবার রূপো জিতেছেন কোটনি ফেরিখস। বেয়াত্রিসের অ্যাথলিট জীবন শুরু হয়েছিল রোড রেস দিয়ে, তিনি জানান, 'চিরকালই বিশ্বরেকর্ড ভাঙা আমার লক্ষ্য ছিল।'

বিশ্বকাপ ফ্রান্সের, বিশ্বহৃদয়ে ক্রোয়েশিয়া

বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ

রাশিয়া-কিছুটা পর্তুগিজ আর আধা জার্মান আঁতোয়া গ্রিয়াজমানের হাত ধরে ফরাসীরা বিশ্বকাপ জয় করল। সেই '৯৮ সালের লাঁরা ব্লাঁ, মাসেই দেশাই, থুরামের হাত ধরে নতুন প্রজন্ম বিশ্বজয় করল। বিশ্বকাপের স্কোর ৪-২। খেলার শুরুতে ছন্দে ঝাঁপালেন মাদ্রিদ, রাকিটিচ ও পেরিসিচরা। ফ্রান্সের সবচেয়ে শক্ত জায়গা পোগবা ও কন্তের ডিফেন্সিভ স্কিল। এবার বিশ্বকাপের অভিজ্ঞতাও প্রচুর। সেমি ফাইনালে ক্রোয়েশিয়া জিতল মাপুকিচদের গোলে। অথচ ফাইনালে আত্মঘাতী গোল। যে পেরিসিচ দুর্দান্ত গোলে ১-১ করেছিলেন তাঁর জন্মই হল পেনাল্টি। আর লঁরিস দু-তিনখানা দুর্দান্ত সেভ করেছিল। ফাইনালে সবচেয়ে বাজে একটা গোল খেলেন বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে। এবারের বিশ্বকাপ ভি এ আর (ভিডিও অ্যাসিস্টেন্ট রেফারি) আর সেটপিসের বিশ্বকাপ। ভিএ আর হওয়াতে সমস্যা কিছুটা কমেছে।

ভারতের কাছে আটকে গেল ইংল্যান্ড

পরিকল্পনায় ব্যস্ত ভারতীয় মহিলা হকি দল।

লন্ডন-মহিলা হকিতে এখন দু'নম্বর জায়গায় রয়েছে ইংলান্ড। হকি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ ইংল্যান্ডের সঙ্গে ১-১ ড্র করল ভারত। খেলার ২৫ মিনিটে নেহা গোয়েলের করা গোলে ভারত এগিয়ে ছিল। ৫৪ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন ইংল্যান্ডের লিলি আউসলি। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে তাদের প্রথম ম্যাচ দেখতে ২১ জুলাই লন্ডনের লুই ভ্যালি হকি সেন্টারের গ্যালারি ছিল দর্শকে পরিপূর্ণ। এদিন ইংল্যান্ডের ন'টি পেনাল্টি কর্নার পায়। খুব উত্তেজনা ছিল খেলায়। শেষ পর্যন্ত এক পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ইংল্যান্ডকে।

জার্মানিতে খেলবেন না ওজিল

জার্মানি-একরাশ ক্ষোভ আর ঘৃণা নিয়ে মেসুত ওজিল ২২ জুলাই ঘোষণা করলেন জার্মানির হয়ে আর মাঠে নামবেন না। তিনি জানান, 'জার্মান ফুটবল সংস্থা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। বিশ্বকাপে হারার পর তাঁকেই দায়ী করা হয়েছে। তিনি বলেন 'দল জিতলে আমি জার্মান আর হারলে আমি অনুপ্রবেশকারী। বারবার আমাকে একথা শুনতে হচ্ছে।' জার্মান দলে ওজিল এবং ইলখাই গুন্ডোয়ান হল তুরস্কজাত জার্মান ফুটবলার। তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাদের অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছে।

লক্ষে লক্ষ্য সেন

জাকার্তা-প্রায় পঞ্চাশ বছরের খরা কাটিয়ে প্রথম এশীয় জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসে সোনা জিতলেন লক্ষ্য সেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে দুরন্ত নজির গড়লেন উত্তরাখণ্ডের এই বিস্ময় বালক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, 'আজ দারুণ হয়েছে ফাইনালটা। আমি যা ভেবেছিলাম সেরকম পারফর্ম করতে পেরেছি।' ফাইনালের লক্ষ্যের প্রতিপক্ষ ছিল থাইল্যান্ডের কুনলাভুট ভিডিটসার্ন। ২২ জুলাই ফাইনাল খেলার শেষে শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসেছেন লক্ষ্য সেন। সপ্তাহ দু'য়েক পরে ভিয়েত-নামে গ্রঁ প্রি-তে খেলতে নামবেন লক্ষ্য। তাঁর চলাফেরায় বোঝা যাচ্ছে নামের মতোই তাঁর লক্ষ্যটাও একেবারে সঠিক।

কৃষক কন্যার বিশ্বজয়

ফিনল্যান্ড-পি টি উষা পারেন নি, মিলখা সিং ও অশ্বিনী নাচাপ্পারাও পারেন নি। পারলেন অসমের নগাঁও জেলার ধিঙ গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের মেয়ে হিমা দাস। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক ইভেন্টে প্রথম সোনা। ২০১৪ সালের ধিঙ গ্রামে ফুটবল খেলতো হিমা। ১২ জুলাই সুদূর ফিনল্যান্ডে অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বচ্যাম্পিয়াশিপে ৪০০ মিটারে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছেন কৃষক-কন্যা। সোনা জেতার পর হিমার প্রথম প্রতিক্রিয়া, 'মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। আমি বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন। দেশের সম্মান বাড়াতে পেরেছি। আর কী চাই।' হিমার এই সাফল্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, বিরাট কোহলি, সচিন তেন্ডুলকর টুইট করে শুভেচ্ছা জানান। সামনেই এশিয়ান গেমস। সেখানে দেশকে সোনা এনে দেওয়ার ব্যাপারে হিমাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'পদকের জন্য ট্র্যাকে নামি না, জোরে, আরও জোরে দৌড়াতে চাই। জানি তা হলেই পদক আসবে।'

মোহন বাগানের নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি-১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। বিচারপতি শেখর বরি শরিফ এই নির্দেশ দেন এবং একই সঙ্গে নির্বাচন বোর্ডও তৈরি করে দিয়েছেন। বোর্ডে রয়েছেন প্রাক্তন তিন বিচারপতি এবং বর্তমান কার্যকরী কমিটির দুই সদস্য। ভারতের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ক্লাবের অভ্যন্তরে কর্তৃত্ব ধরে রাখতে দু'পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড রেষারেষি চলছে, যার ফলে ক্লাবের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।

নাডা নিয়ে

নয়াদিল্লি- ন্যাশানাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি বা নাডা নিয়ে তড়িঘড়ি কিছু করতে চাইছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কলকাতায় ২২ জুলাই এবিষয়ে আলোচনা করেন বোর্ড কর্তারা। বৈঠক শেষে বোর্ডের কার্যনির্বাহী প্রেসিডেন্ট সি কে খান্না জানান, 'নাডা নিয়ে কিছু বলার আগে আমাদের নিজেদের আরও আলোচনা করতে হবে। এরজন্য সময় লাগবে।' বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান সৌরভ গাঙ্গুলি।

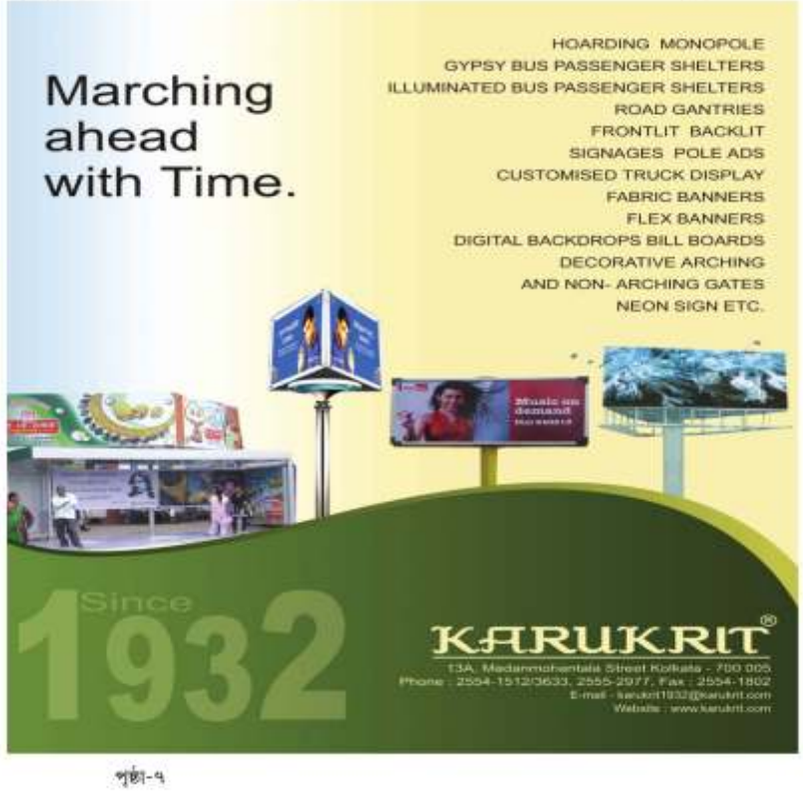

মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার.....

রথযাত্রার প্রাক্‌মুহূর্তে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে খাবার প্রদান, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের মধ্যে নিখরচায় জীবনদায়ী ওষুধ প্রদান এবং "মা অন্নপূর্ণা" নাটক মঞ্চস্থ করা হল কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটিতে। মঞ্চে রয়েছেন বিশিষ্টজনেরা। নিজস্ব চিত্র

উল্টোডাঙ্গা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পরিকল্পনায় রথযাত্রার প্রাক্‌মুহূর্তে পিছিয়ে পড়া মানুষদের হাতে প্যাকেটজাত খাবার তুলে দিচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং স্থানীয় কলকাতা পুলসভার পুরপিতা অনিন্দ কিশোর রাউত। নিজস্ব চিত্র

হুগলি জেলার রহিমপুর নবগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনছেন ছাত্রছাত্রীরা। রয়েছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা। নিজস্ব চিত্র

হুগলি জেলার রাজবলহাটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যের সঙ্গে ভুলের শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে পুস্তিকা ও শংসাপত্র। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি ? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) আশিষ সাহা ২) কেশব কস্তি বিশ্বাস ৩) স্বরূপ বোস ৪) রুদ্র রায় ৫) রাজত বোস ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) বুদ্ধদেব বক্সি ৯) তপন ব্যানার্জী ১০) অশোক পাল ১১) অনুপম দাস ১২) সৈকত মুখার্জী ১৩) সোনালী বিশ্বাস ১৪) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ ১৫) সঞ্জয় সাহা ১৬) পার্থ দাস ১৭) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৮) বিভাস সুর ১৯) অপূর্ব রায় ২০) শিল্পী মুখার্জী ২১) সন্দীপ মিশ্র ২২) অমল বোস ২৩) তপন কুমার ঘোষ ২৪) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৫) রিঙ্কা বিশ্বাস ২৬) গৌতম সুন্দর ২৭) শোভন চক্রবর্তী ২৮) মিনাক্ষী পাল ২৯) নমিতা পাল ৩০) রামকৃষ্ণ বসাক ৩১) মালঞ্চ সাহা ৩২) গীতা দাস ৩৩) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৩৪) ইরা দত্ত ৩৫) প্রিয়জিত ভৌমিক ৩৬) শান্তি ব্যানার্জী ৩৭) রীতেশ ঘোষ ৩৮) শীলা নন্দী ৩৯) অমিতাভ সিনহা ৪০) দেবাশিস ভট্টাচার্য ৪১) শুভাশিস সুর ৪২) পুলক কুমার সুর ৪৩) সমীরণ গুহ রায় ৪৪) রূপা ব্যানার্জী ৪৫) মঞ্জুশ্রী সাহা ৪৬) মিশ্মি রাহা ৪৭) দেবাশীষ দাস ৪৮) নমিতা রায় ৪৯) রাজা কর ৫০) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী ৫১) অশিস ভট্টাচার্য ৫২) কমলকান্তি ঘোষ ৫৩) বনিতা ধাস ৫৪) আসোকনা সিকদার ৫৫) মনুমিতা পাত্র ৫৬) শুভময় কুন্ডু ৫৭) সুদীপা কর্মকার ৫৮) গোপাল সাহা ৫৯) তাপস মুখার্জি ৬০) উমেশ গুপ্তা ৬১) মধু শেঠ ৬২) অনুপম রায় ৬৩) শরদিন্দু চাটার্জি ৬৪) বৃদ্ধদেব শর্মা ৬৫) মোনালিসা হালদার ৬৬) বিক্রম রায় ৬৭) টিম অহান ৬৮) সুকুমার পাল ৬৯) শিশির (টিঙ্কু) ভট্টাচার্য ৭০) সবসাচী বসু ৭১) এস. এস. চন্দ ৭২) তনয় মাইতি ৭৩) বিশ্বজিৎ ঘোষ ৭৪) সমবেন্দ্র পাল ৭৫) অরিজিৎ সীল ৭৬) মনাবেন্দ্র সরকার ৭৭) মৌমিতা ঘোষ ৭৮) শান্তনু ঘোষ ৭৯) অভিষেক মিত্র।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,